গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

এপ্রিল-২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ জনাব শামীমা সুলতানা
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ)
সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৬.০৪.২০১৮ খ্রি. সকাল ১০.০০ ঘটিকা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশ করা আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। মার্চ-২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর মার্চ-২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১. খাদ্য মন্ত্রণলয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) সভায় জানান যে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে মোট ২৮টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রচার করা হয়। মোট ৩৩,৮২৪টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। কম্পিউটার অপারেটরের ৫টি পদে ৪,০০৭ জন আবেদনকারী বাদে ২৯,৮১৭ জনের পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে বিআইএম এর সাথে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হবে মর্মে যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১) সভায় অবহিত করেন।	জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	সভায় জানানো হয় যে, মার্চ-২০১৮ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ২৫৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মার্চ-২০১৮ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ০৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ৫১৬ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	ইন-হাউজ/ প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্র-১) ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি, খাদ্য মন্ত্রণালয়

৩. শাখা পরিদর্শন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, মার্চ, ২০১৮ মাসে মোট ১৮টি শাখার মধ্যে তদন্ত শাখা, সহকারী প্রকৌশল ও অডিট-১,২,৩ শাখা পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। সভায় সচিব মহোদয় সকল কর্মকর্তাকে নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দেন। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের ১৮টি শাখার মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল শাখা হতে শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদন সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৭ অনুসরণপূর্বক দাখিলের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	যারা শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদন দেয়নি তাদেরকে নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪. ই-ফাইলিং	সভায় আলোচনা হয় যে, ই-ফাইলিং এ মন্ত্রণালয়ের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। সকল অধিশাখা/শাখায় ই-ফাইল চলাচল সন্তোষজনক নয়। ৫৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইল ব্যবহারে মার্চ, ২০১৮ মাসে ২৯তম। ১৫ এপ্রিল, ২০১৮ মাসে পর্যন্ত অবস্থান ৩১তম। এ মাসে ই-পত্র জারি করা হয়েছে ৫৯টি যা গত মাসে ছিল-৬০টি তুলনামূলকভাবে ০১টি কম। সভাপতি সকল শাখাকে ই-পত্র জারীর মাধ্যেমে নোট নিষ্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ই-ফাইলিং ব্যবহারে সকলকে সচেষ্ট থাকার জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।	ই-ফাইল ব্যবহারে আরও সচেষ্ট হতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) এবং প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr>
<td>৫. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td>
<td>
সভায় যুগ্ম-সচিব, বাজেট ও অডিট জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক। তবে আগামি মাস হতে অডিট আপত্তিগুলো খাদ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে তথ্য উপস্থাপন করবেন। মার্চ, ২০১৮ মাসে অডিট শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ;
(ক) অগ্রিম
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>মার্চ-১৮</th></tr>
<tr><td>প্রারম্ভিক আপত্তি -----</td><td>২৯৫৩</td></tr>
<tr><td>সংযোজিত আপত্তি ---</td><td>০০</td></tr>
<tr><td>মোট আপত্তি ---</td><td>২৯৫৩</td></tr>
<tr><td>নিস্পত্তিকৃত (জারিপত্র)</td><td>০৭</td></tr>
<tr><td>অবশিষ্ট আপত্তি -----</td><td>২৯৪৬</td></tr>
<tr><td>ব্রডশিট জবাব -----</td><td>১৩</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা -----</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td>আলোচিত আপত্তি ---</td><td>১০৭</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ ---</td><td>৭৩</td></tr>
</table>
(খ) খসড়া-৭৪১টি
(গ) সংকলনভূক্ত-৫৭৯টি
মোট আপত্তি অগ্রিম ২৯৪৬+ খসড়া ৭৪১+ সংকলন ৫৭৯=৪২৬৬টি

সভাপতি বলেন এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকেও নিয়মিত অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির সভা করতে হবে। এছাড়া, প্রমানকসহ তথ্য প্রদানের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
</td>
<td>সভা অনুষ্ঠান সহ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে এবং আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যের সাথে প্রমানক দিতে হবে।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব , (বাজেট ও অডিট), যুগ্ম-সচিব (অডিট), উপসচিব, (অডিট- ১, ২, ৩) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর।</td>
</tr>
<tr>
<td>৬. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভাকে অবহিত করেন যে, ওয়াশরুম এবং কমোন স্পেসসমূহ এখনও ঠিকমত পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে না। সভায় অন্যান্য কর্মকর্তারা জানান যে, টয়লেটের সংলগ্ন অফিস রুমগুলোতে অত্যাধিক দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। দুপুরের পরে ০১ (এক) বার টয়লেট, ডাস্টবিন, কমলরোম পরিস্কারের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td>
<td>দুপুরের পর ০১ (এক) বার টয়লেট, ডাস্টবিন, কমোন স্পেস পরিস্কার করতে হবে।</td>
<td>উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয়।</td>
</tr>
<tr>
<td>৭. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা</td>
<td>
<table>
<tr><th>জের</th><th>বর্তমান মাসে প্রাপ্ত</th><th>মোট অভিযোগ</th><th>নিষ্পত্তির সংখ্যা</th><th>অনিষ্পন্ন সংখ্যা</th><th>তিন মাসের উপরে</th><th>ছয় মাসের উপরে</th><th>তিন মাসের কম সময়ে</th></tr>
<tr><td colspan="8">খাদ্য মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>০১</td><td>০৭</td><td>০২</td><td>০৫</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০৩</td></tr>
<tr><td colspan="8">খাদ্য অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>০৩</td><td>০৯</td><td>০১</td><td>০৮</td><td>০</td><td>০</td><td>০৮</td></tr>
</table>
এ মন্ত্রণালয়ের পেন্ডিং ৫টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি ০৬ মাসের উর্দ্ধে। খাদ্য অধিদপ্তরে ০৬ মাসের উপরে কোন অভিযোগ পেন্ডিং নেই।
</td>
<td>অনিষ্পন্ন অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।</td>
<td>উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পরিচালক (প্রশাঃ), খাদ্য অধিদপ্তর</td>
</tr>
</table>

৮. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ৩য় কোয়ার্টার বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভা আগামি মে,২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেন এবং ৪র্থ কোয়ার্টারের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ), প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৯. APA ২০১৭-২০১৮ বাস্তবায়ন	সভায় জানানো হয় যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে APA এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির ৩য় কোয়ার্টারের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৯ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এপিএ বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২২.০৪.২০১৮ খ্রি. তারিখে বিশেষজ্ঞ পুল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের APA মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের পূর্বে বাজেট মনিটরিং কমিটির সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সভাপতি সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের APA মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০. **আইন ভাষান্তর**	সভায় জানানো হয় যে, (1) 'The food (special courts) Act-1956, (2) Food Grains Supply (Preventions of Prejudicial Activity) Ordinance-1979. নামক ২টি আইন বাংলায় ভাষান্তর করে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে আইন ২টি পুরানো হওয়ায় একে যুগপোযুগী করে নতুনভাবে আইন প্রণয়নের জন্য ফেরত প্রদান করা হয়। আইন ২টির বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগ গ্রহণ করে কার্যক্রম সমাপ্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	আইন ২টি যুগোপযোগী করে তৈরীর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	খাদ্য অধিদপ্তর
১১. **ইনোভেশন কার্যক্রম**	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, ০৮ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে মাসিক ইনোভেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ মে, ২০১৮ মাসে শোকেজিং করার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সভাপতি সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	সময়সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়

বিবিধ	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন পুনর্বিন্যাসের জন্য কার্যপরিধি পুনর্বিন্যাসের জন্য কমিটি পুর্ণগঠন করা হয়েছে। জনাব আনোয়ারুল ওয়াহেদ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (অডিট)কে আহবায়ক করে এবং জনাব আবু নাসের বেগ, সিনিয়র সহকারী সচিবকে সদস্য-সচিব করে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কয়েকটি সভা করেছে। কমিটির সভাপতি জানান যে, দ্রুতই এ কাজ সম্পন্ন করা হবে। কমিটির ১ম সভা গত ০৭.০২.২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকলের নিকট মতামত চেয়ে ১১.০৪.২০১৮ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য ৩০.০৫.২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	খাদ্য অধিদপ্তর		
১.অভ্যন্তরীনখাদ্য শস্য সংগ্রহ	**অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ-২০১৮** সভায় অবহিত করা হয় যে, গত ০৮.০৪.২০১৮ খ্রি. তারিখে এফপিএমসি'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামি ০২.০৫.২০১৮ খ্রি. তারিখ হতে ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে নিম্নরুপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা- সিদ্ধ – ৮,০০,০০০ মেট্রিক টন সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা- আতপ- ১,০০,০০০ মেট্রিক টন সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা- ধান-১,৫০,০০০ মেট্রিক টন ধানের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ২৬/-, সিদ্ধ চাল-৩৮ ও আতপ চাল-৩৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়।	বোরো সংগ্রহ বিভাজন প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সংগ্রহ), খাদ্য অধিদপ্তর
২. খাদ্যশস্য বিতরণ ও বাজার দর মনিটরিং	**(ক) ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয়** সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা মহানগর, তেজগাঁও সার্কেল (কেরানীগঞ্জসহ) ৪টি শ্রমঘন ঢাকা,নারায়নগঞ্জ,নরসিংদী ও গাজীপুর জেলায় মোট ২৫১টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ২ (দুই) মেট্রিক টন করে আটা বিক্রয় করা হচ্ছে। বিভাগীয় ও জেলা শহরে ৩৮৬টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ১ মেট্রিক টন আটা বিক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়া হাওড় বেষ্টিত ৩টি জেলায় ১৭৯টি কেন্দ্রসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে সর্বমোট ৮১১টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ১ মেট্রিক টন করে চাল বিক্রয় করা হচ্ছে। খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক, বিভগীয় শহরে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা পর্যায়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ নজরদারী ও তদারকিতে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ওএমএসসহ পিএফডিএস খাতে ৩১.০৩.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৯,৮৩,৭০৯ মেট্রিক টন চাল ও ২,৫৯,২২৫ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণ কার্যক্রমে নজরদারী বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	যথাযথ নজরদারি রেখে ওএমএস এবং পিএফডিএস খাতে চাল/ আটা বিক্রয়/ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সবরি), খাদ্য অধিদপ্তর

	(খ) চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং সভাকে অবহিত করা হয় যে, সারাদেশের বাজার দর নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরে মোটা চালের বাজার দর পাইকারী গড় প্রতিকেজি ৩৭.০০-৩৮.০০ টাকা। খুচরা প্রতিকেজি ৪০.০০-৪২.০০ টাকা। খোলা আটার গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৫-২৮ টাকা। (বাজার দরঃ ১৯.০৪.২০১৮ সুত্র - এফপিএমইউ-কৃষি বিপনন অধিদপ্তর)। **খাদ্য অধিদপ্তর প্রদত্ত গড় বাজার দর (০৯.০৪.২০১৮ খ্রি.)** চালের খুচরা দর প্রতিকেজি- ৪২.৫০-৪০.৫০ টাকা। আটার খুচরা দর প্রতিকেজি- ২৭-২৫ টাকা। বাজার দর নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া ঢাকার বড় বড় পাইকারী বাজার পরিদর্শনের জন্যও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ঢাকা মহানগরের ও বড় পাইকারী বাজারগুলোর বাজারদর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক, এফপিএমইউ।
৩.রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্কার/ মেরামত ও অন্যান্য নির্মাণ	সভায় পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৭১টি মেরামত কাজের অনুমোদন পাওয়া যায়। ৬টি কাজ ১ কোটি টাকার উর্দ্ধে বিধায় খাদ্য অধিদপ্তর হতে দরপত্র আহবান করা হয়, বাকী ৬৫টি কাজ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের দপ্তর হতে দরপত্র আহবান করা হয়। ঢাকা-১৩, চট্রগ্রাম-১২, রংপুর-৬, সিলেট-৮, খুলনা-১০, বরিশাল-৭ এবং রাজশাহী বিভাগে-৯ মোট ৬৫টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি কাজের মধ্যে ৪টি কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। বাকী ২টি প্রক্রিয়াধীন। এ সকল গুদামের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	মেরামতের আওতাধীন সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

	অন্যান্য নতুন নির্মাণ সভায় পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট নির্মাণ কাজ ২০টি। ১২টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ০৮টি কাজের গড় অগ্রগতি ৩৫.২৫%। আরও ০৩টি নির্মাণ কাজের ই-জিপিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ০১টি কাজের লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০২টি কাজের লটারি শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সিএসডি ও এলএসডি'র সীমানা প্রাচীরের ভিতরে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও ভবিষ্যতে এ ধরণের কার্যক্রম বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, যে সকল স্থাপনা (মসজিদ, মন্দির, মক্তব) ইতোমধ্যে সিএসডি/ এলএসডিতে নির্মিত হয়েছে সেগুলো অপসারণের সুযোগ নেই। সভাপতি এ সকল স্থাপনাগুলোকে প্রাচীর বা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে গোডাউন থেকে আলাদা রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	এ সকল কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। দেশের সিএসডি ও এলএসডি'র ভিতরে অবৈধ স্থাপনা ভবিষ্যতে যাতে আর বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যে সমস্ত স্থাপনা অপসারণ করা যাবে না তা প্রাচীর বা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে গোডাউন থেকে আলাদা রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৪. মামলা সম্পর্কিত	সভায় জানানো হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল সংস্থাপনা হতে নিয়মিতভাবে মামলার তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা ১৩০০টি। হাইকোর্টে চলমান মামলা কার্যতালিকা অনুযায়ী এ.এ.জি./ডি.এ.জি.গণের মাধ্যমে মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হচ্ছে। বিষয়টিতে ফলোআপ করার জন্য সভাপতি সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরে ০৮টি কনটেম্পট মামলা চলমান আছে। ২৮৪/১৭ নং মামলার রায় বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। কনটেম্পট (১১৮/১৭) মামলার রায় অনুসারে ৮০% পেনশন মঞ্জুর করা হয়। বাকী ২০% সরকারের পাওনা আদায়ের জন্য আদালতকে অবহিত করা হয়েছে। মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নজর রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	মামলার তথ্য নিয়মিত হালনাগাদসহ মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।

	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ		
১. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সভাকে অবহিত করা হয় যে, গত ২০-২৫ মার্চ ২০১৮ সময়ে বিশেষ সেবা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০১৮ উপলক্ষে রচিত পটসংগীত ও অন্যান্য ভিডিও/অডিও এর সিডি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ন স্থানে বড় আকারের (১৫©× ২০©) নিরাপদ খাদ্য বিষয় কার্যক্রমের অগ্রগতির ওপর ফেষ্টুন স্থাপন করা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক প্রচারণা জোরদারকরণ করা হয়েছে। প্রচার-প্রচারনা অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
২. পেন্ডিং বিষয়	সভায় আলোচনা হয় যে, এ মন্ত্রণালয়ের সংস্থা প্রশাসন, অডিট-১, অডিট-২, অডিট-৩ শাখা হতে পেন্ডিং পাওয়া গেছে। এ ছাড়া হিসাব শাখা, এফপিএমইউ, সরবরাহ-১, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, সরবরাহ-২, পরিকল্পনা-২, পরিকল্পনা-১ শাখা হতে শূন্য প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। পেন্ডিং বিষয়ের উপর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	সচিবালয় নির্দেশমালার ১৮১ (ক্রোড় পত্র- ২৬) মোতাবেক পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/ অধিশাখা, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(শামীমা সুলতানা)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ)
সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত